যুগান্তর

তারিখ 12 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব-২

বহিষ্কার নাটক : ছাত্রলীগের লাগামহীন 'অপকর্মের টিকিট'

হাসান আদিব, *রাবি থেকে*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অপকর্ম ও সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত নেতাকর্মীদের 'বহিষ্কার নাটকে' লাগামহীন হয়ে উঠেছে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতকর্মীরা। 'আই ওয়াশ' করতে নামেই শুধু অপকর্মকারীদের বহিষ্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়; বাস্তবে তা প্রতিফলিত হয় না এমন অভিযোগ খোদ সংগঠনটির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীদের।

এমনকি অপকর্মের দায়ে দুইবার বহিষ্কারের সুপারিশের পরও বীরদর্পে দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ায় এখন প্রশ্ন উঠেছে সুপারিশপত্র কেন্দ্রে পাঠানো নিয়েই! ক্যাম্পাসে 'স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে' সংগঠন পরিচালনাকারী বর্তমান সভাপতি মিজানুর রহমান রানা কৌশলে এই কাজ করে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ তাদের।

বহিষ্কারের নাটক করে অপকর্মকারীদের মূলত লাগামহীন হয়ে শুঠার টিকিট হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। কারণ বহিষ্কারের পর তার কোনো কর্মকাণ্ডের দায়ভার ছাত্রলীগ নেবে না বলে চালিয়ে দেয়া হয়। তবে ঠিকই ওই নেতাকে ইন্ধন দিয়ে অপকর্মে উৎসাহ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতির বিরুদ্ধে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সিনিয়র কয়েকজন নেতা যুগান্তরকে বলেন, 'বহিষ্কৃত এবং বহিষ্কারের সুপারিশপ্রাপ্তদের প্রায় সবাই সভাপতি রানার ঘনিষ্ঠ। তারা বিভিন্ন সময় অপকর্ম করেও পার পেয়ে যাওয়ায় হোতাদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থী ও তৃণমূল পর্যায়ের ছাত্রলীগের কর্মীরা। এমনকি তাদের দাপটে সিনিয়র নেতারাও কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারছেন না।'

দলীয় কর্মসূচিতে বিভিন্ন সময়ে অপকর্মের দায়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত বা সুপারিশপ্রাপ্তরাই থাকছে সামনের কাতারে। বরাবরই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করছে তারা। ছাত্রলীগের দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোনো নেতাকর্মীকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার অথবা কারও পদ স্থগিত অথবা কাউকে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হলে তাকে সংগঠনের সব ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা আছে। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের এই নিষেধাজ্ঞাকে তোয়াক্কা করছে না রাবি ছাত্রলীগের বহিষ্কৃতরা। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রানার প্রত্যক্ষ মদদে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশকে অমান্য করে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে তারা। গত বছরের ১৫ জুলাই নিজ দলের সিনিয়র নেতা আতিকুর রহমান সুমনকে মারধরের দায়ে বহিষ্কারের সুপারিশের পর ১৩ জুন সাংগঠনিক সম্পাদক কাউসার আহমেদ কৌশিককে দ্বিতীয়বারের মতো বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি তার বিরুদ্ধে।

ফলে বহিষ্কার এবং বহিষ্কারের সুপারিশের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও দলীয় নেতাকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে হাস্যরসে **টিকিট : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২**

টিকিট : অপকর্মের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পরিণত হয়েছে। এসব ঘটনায় সংগঠনের ত্যাগী ও স্বচ্ছ ইমেজের নেতারা চরম ক্ষুব্ধ হলেও সভাপতি মিজানুর রহমান রানার স্বেচ্ছাচারিতার মুখে এ ব্যাপারে কেউ মুখ খুলতে পারে না। এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছাত্রলীগের সিনিয়র ও শিবিরের হাতে নির্যাতিত ত্যাগী নেতাকর্মীরা।

সবশেষ এক শিক্ষার্থীকে প্রায় ২৪ ঘণ্টা আটকে রেখে ১৩ জুন রাতে নির্যাতন করে চাঁদা আদায়ের দায়ে সাংগঠনিক সম্পাদক কাউসার আহমেদ কৌশিক ও সহ-সভাপতি আয়াতুল্লাহ বেহেস্তীকে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ১৭ জুন পর্যন্ত বহিষ্কারের কোনো সুপারিশই লিখিতভাবে পাঠানো হয়নি। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির দফতর সম্পাদক শেখ রাসেদ যুগান্তরকে বলেন, '১৩ জুনের ঘটনায় কয়েকজনকে বহিষ্কারের সুপারিশের ব্যাপারে আমাকে ফোনে জানানো হয়েছে। লিখিতভাবে কিছু পাইনি।' এর আগে বিভিন্ন সময়ের বহিষ্কারের সুপারিশের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'পাঠানো হয়েছে কিনা খেয়াল নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদকের মাধ্যমে বহিষ্কারের সুপারিশ কেন্দ্রীয় কমিটির দফতরে পাঠানোর নিয়ম থাকলেও তা মানে না সভাপতি রানা। নিজেই সুপারিশ পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক আনিসুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, 'সবশেষ বহিষ্কারের ঘটনায় আমি কোনো চিঠি পাঠাইনি। সভাপতি পাঠিয়েছেন কি না তাও জানি না।' এর আগে কতজনের সুপারিশের চিঠি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।